Hurray WAFER presents
9th International Children's Film Festival, Bangladesh
JANUARY 23-29, 2016

আমাদের উৎসব

৯ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ২০১৬ । ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন । Future in Frames

০৩

সোমবার । ২৫ জানুয়ারি, ২০১৬ । ৪ পাতা । মূল্য ৫ টাকা

এবার লড়াই শুরু...

গতকাল ২৪ জানুয়ারি জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে প্রদর্শিত হলো সারাদেশ থেকে আসা ক্ষুদে নির্মাতাদের ২১টি চলচ্চিত্র। ৫জন শিশুকিশোর বিচারকের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ৫টি ছবিকে সিএফএস ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করবে।

এবারের উৎসবে রেদওয়ান হক ফারদিন এনিমেশনকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে তার 'উত্থান' শীর্ষক চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্রের মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালীন ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। প্রদর্শনীতে ভিন্নধারার চলচ্চিত্র ছিল শক্তি বনিকের 'ব্যাকবোন'। এই ছবিতে মূলত তুলে ধরা হয়েছে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্যকে। এছাড়াও উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে সারাদেশ থেকে আসা ভিন্নধরণের মোট ২১টি চলচ্চিত্র। প্রতিটি চলচ্চিত্রই ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ চলচ্চিত্রের বিষয়ই ছিল সমাজ ও সমাজের ভেদাভেদগুলো। উৎসবে 'হোয়াই' চলচ্চিত্রটি নিয়ে জয়পুরহাট থেকে এসেছিল ইশরাত জাহান সাথী। সে তার ছবি সম্পর্কে বলে যে, 'আমি আমার চলচ্চিত্রে নারী নির্যাতনের বিষয়টিকে তুলে ধরেছি।' সে আরও জানায় যে জয়পুরহাট থেকে তার সাথে আরও ৬জন ক্ষুদে নির্মাতা এবারের উৎসবে যোগ দিয়েছে। জুরিবোর্ডের সদস্য অন্তিক কাজী বেশ গম্ভীরভাবে এবারের প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে বলেন যে, 'গতবারের তুলনায় এবারের ছবিগুলো আরও বেশি প্রফেশনাল।' যেহেতু উৎসবটিই ছোটদের তাই ক্ষুদে নির্মাতাদের নির্মিত চলচ্চিত্র দ্বারাই মুখরিত হচ্ছে উৎসব প্রাঙ্গণ।

- নওশীন আনজুম নুহা

হাত ধোয়া উৎসব!

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের প্রাঙ্গণে দেখা মিললো আরেকটি উৎসব, 'হাত ধোয়া' উৎসবের। আন্তর্জাতিকভাবে এটিকে স্বীকৃতি না দেয়া গেলেও পুরো উৎসব জুড়েই দুপুরবেলা সাড়া ফেলেছিল এই উৎসব। উৎসব পরিবারের পুরনো সদস্য তৌকির ইসলাম এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন।

- মনামী হামিদ

উৎসবে স্কুল থেকে আগত বন্ধুরা!

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে শুরু হয় ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। সিএফএস এর যাতায়াত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তারা দল বেঁধে সিনেমা দেখতে আসে। তারা পর্দায় দেখতে পায় তাদেরই স্বপ্নের ছবি। উৎসবে আসা এমনই একজন, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ওয়াসিক আলম। অনেক উৎসাহ নিয়ে ছবি দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল সে। দেখতে ছোট হলেও পড়ছে ক্লাস সেভেনে। পড়াশোনা থেকে একটু ছুটি পেয়ে মহাখুশি ওয়াসিক জানালো, 'এখানে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি এখানে প্রথমবার এসেছি। এখানে আমি ইংরেজি ও রাশিয়ান ছবি দেখতে চাই।'

একই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মাহিন আহমেদ জানালো, এখানে এসে তার অনেক ভালো লাগছে। বন্ধুদের সাথে এক হয়ে ছবি দেখবে বলে আনন্দ তার চোখেমুখে ভাসছিল। সে বললো, 'আমার শিশুতোষ চলচ্চিত্রের প্রতি অনেক আগ্রহ। 'আমার বন্ধু রাশেদ', 'দীপু নাম্বার টু'- ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের গল্প অবলম্বনে তৈরী ছবিগুলো দেখতে চাই।'

- সুপ্রীতি মালাকার

কাঠগড়ায় বুলেটিনের মুখোমুখি 'চিত্রপট'

অন্তিক, ঋদ্ধ, সাফিন, ঋভুরা সিএফএস এর তরুণ কিছু ভলান্টিয়ার। নিজ উদ্যোগে তৈরী করেছে তাদের ব্যান্ড 'চিত্রপট'। এবার টিম বুলেটিনের মুখোমুখি হলো তারা।

বুলেটিন: সিএফএস এর সাথে চিত্রপট ব্যান্ডের সম্পর্ক তো প্রথম থেকেই, এ সম্পর্কে কিছু বলো।

চিত্রপট: সিএফএস না থাকলে হয়তো আমাদের 'মেশিনগানের তাপ গানটা গাওয়া মুশকিল হয়ে যেত কিংবা গেতেই পারতাম না হয়তো। তাই সিএফএস এর সাথে চিত্রপটের সম্পর্ক অবশ্যই গভীর।

বুলেটিন: চিত্রপটের কোনো পারফরমেন্স কি আমরা উৎসবে দেখতে পারব?

চিত্রপট: হ্যা, অবশ্যই। কিন্তু কখন, কবে, কিভাবে সেটা সাসপেন্স।

বুলেটিন: চিত্রপট ব্যান্ড তৈরীর উদ্যোগ কার ছিলো?

চিত্রপট: সবারই ইচ্ছে ছিল সাধারণত। কিন্তু সাফিনের (চিত্রপটের সদস্য) ইচ্ছাটাই প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল।

বুলেটিন: উৎসবের লোগো ফিল্মের সংগীত দিয়েছে চিত্রপট। এ ব্যাপারে কিছু বলো।

চিত্রপট: অবশ্যই এটা অনেক বড় একটি পাওয়া। আমরা এটা করতে পেরে 'বেসম্ভব' আনন্দিত।

বুলেটিন: চিত্রপট নিয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি?

চিত্রপট: 'চিত্রপট' কে সাথে নিয়েই ভবিষ্যতে 'কারখানা' নামক একটি স্টুডিও করতে চাই, যেখানে গানের পাশাপাশি অন্যান্য সকল শিল্পকেই উৎসাহিত করা হবে।

- মনামী হামিদ ও নওশীন আনজুম

উৎসবের খাদ্য মন্ত্রণালয়!

বাংলাদেশ সরকারের আছে ফুড মিনিস্টার! আমাদের উৎসবে 'ফুড মিস্টার' এর পদধূলি আজ অবধি না পরলেও ফুড টিমের পদধূলি কিন্তু প্রতিবারই পড়ে। ফুড টিম নাম শুনলেই বোঝা যায়, এদের কাজ খাবার-দাবার নিয়েই। তবে এদের কাজ শুধু 'খাওয়া-দাওয়া করা' নয়, উৎসবের অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের খাওয়ানো। অর্থাৎ খাবার সরবরাহ ও বিতরণ করা। এবারের উৎসবে এই বিশাল দায়িত্বের কাজে আছেন লিমন ঘোষ, নয়ন কুমার রুদ্র, ফাহমিদ, রাফিন ও আসিফুল ইসলাম। নিত্যদিনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তারা বলেন, 'প্রতিবার খাবার বিতরণের জন্য টোকেন সিস্টেম থাকে। গতকাল ও আজ তা না থাকায় বেশ অসুবিধার মুখে পড়তে হয়েছে। আশা করছি আগামীকাল থেকে টোকেন সিস্টেম চালু হয়ে যাবে।' ফুড টিমের কাছে মজার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইলে নয়ন কুমার রুদ্র জানান, 'বারবার পানি আনতে আনতে হাত-পা ব্যথা হয়ে যায়। মনে হয় জীবনটাই পানি পানি হয়ে গেছে। তবুও সকল স্বেচ্ছাসেবীদের ঠিকমতো খাওয়াতে পেরেই আমরা খুশি।'

- মেহজাবিন খান পর্ণা

ফিল্মি চাচ্চু!

কামরুল হাসান মুন

উফফ সিনেমা...
খুউব সিনেমা...
দারুণ গল্প সিনোপসিস,
ধরলো ঠেসে...
চাচ্চু এসে...
আমায় একটা চান্স দিস।

অ্যাক্টিংয়ের 'অ্যা' জানে না
কাট অ্যাকশনের ধার ধারে না
এটা পারে না, ওটা পারে না
তারপরেও হাল ছাড়ে না।

ভাতিজার দল ফন্দি আটে
চাচ্চুকে ফেলবে বাটে
বললো এসে আমরা প্রজা
তুমিই শুটিংয়ের স্যার,
আমরা সব সামাল দেব
হও যদি প্রডিউসার

চাচ্চু হেসে, আলতো কেশে
রাজি হল আমতা আমতা
তবে একটা শর্ত আছে
শুরুতে থাকবে চাচ্চুর নামটা।

'দ্য রেজাল্ট' নিয়ে দ্রাহা

চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটির সাথে দ্রাহার সম্পৃক্ততা খুব বেশি দিনের নয়। ৮ম উৎসব, এইতো গত বছরের কথা। দ্রাহা উৎসবে এসেছিল স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। ধীরে ধীরে ছবি জমা দেয়ার প্রক্রিয়া জেনে ওঠে দ্রাহা। এবারে সাহস করে ছবি বানিয়ে ফেললো সে। ৯ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে শিশুদের নির্মিত চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে তার চলচ্চিত্র 'দ্য রেজাল্ট'। কথা হয় দ্রাহার সঙ্গে। সে জানায়, স্বেচ্ছাসেবক অথবা প্রতিনিধি হোক উৎসব তার কাছে সবসময় দারুণ উপভোগ্য। তার ছবির গল্প সাধারণ এক ছাত্রকে নিয়ে। লেখাপড়া ভালো না লাগার কারণে স্কুল-কলেজ সব জায়গায় সে পাশ করে নকল করে। কিন্তু সমস্যা হয় তার পেশাগত জীবনে এসে। দ্রাহার এই চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নানান অসুবিধার দিক। সে আরও জানায়, চলচ্চিত্র বানানোর অনুপ্রেরণা দ্রাহা চারপাশের সমাজ থেকেই পায়। এছাড়াও তার বড় অনুপ্রেরণার জায়গা তার বড় বোন। দ্য রেজাল্ট এর নির্মাতা কিন্তু প্রতিযোগিতার রেজাল্ট নিয়ে কিছুটা চিন্তিত। তবে তার কাছে পুরস্কার পাওয়াটাই বড় ব্যাপার নয়। পুরস্কার না পেলেও উৎসবে তার উৎসব মুখরতা এতটুকু কমবে না। দ্রাহার বানানো ছবিটি দেখানো হবে ২৫ জানুয়ারি দুপুর ২টায়, জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে।

- ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলী

Face TO Face!

Undoubtedly, the most important part of the festival is the Delegates. They are the ones who make the films! Every year, delegates are selected from all over the country, and are cordially invited to the festival. They spend a grand seven days in the city, in the festival of dreams and also attend the various seminars and workshops organized for them.
Today the delegates were faced with a 'Face to Face' session at the Sufia Kamal auditorium, National Museum on the 2nd day of 9th ICFFB.

This was a open discussion of the filmmakers a.k.a. the delegates, the jury and the audience. Talks as well as question answer session were held about the experiences and thoughts relating to the films. Shamim, who came with "the Hands of Rosebud" shared that while looking for the hands to use in the film, he was faced with many rejections as everybody aspired to see their faces on screen!

-Mehjabin Khan Porna

Youngest Stars of the festival!

The International Children's Film Festival is ALL about children. An army of youngsters run the festival. The youngest of the troops are Tithi and Wafi. Taeeba Tasnin Tithi and Safwan Rahman Wafi are second graders. And Wafi has come all the way from Sylhet! Talk about dedication!

- Mehjabin Khan Porna

Venturing Venues: Daffodil International University

Every year CFS manifests movies in different venues around Dhaka. Since 2012 Daffodil University have also been enacting their role as an active venue. A member of the Children's Film Society who is also a student at the university introduced CFS there. They said that they have been having a lot of fun working there as volunteers. Almost 20 volunteers work each year to bring kids and conduct campaigns in different schools. Last year they even brought in a bunch of street kids and arranged an art competition for them. It was their best experience of working at the fest so far. Even though there are so many positive sides to this, they expressed their thoughts on arranging more campaigns around schools to reach out to more kids so that they can grow more and learn more through different films from around the world. They work with much excitement and interest. They plan to continue this for many more years up ahead.

-Sumaiya Nawshin

Editor: Abu Sayeed Nishan
Co-editor: Ashik Ibrahim, Auroni Semonti Khan
Co ordinator: Zamsedur Rahman Sajib
Designer: Tasmiah Alam, Sashoto Seeam
Senior Reporter: Riddha Anindya
Reporter: Jasiya Bintay Shamim, Mehjabin Khan Porna, Sumaiya Nawshin Suprety Malaker, Noshin Anjum, Monami Hamid, Sazid Ahamed Dipto.
Photographer: Riad Sikder Rad, Ruwana Marzia Diba

Organized by

Supported by

Associated Partners